পঞ্চগড়ের সীমান্তে বিএসএফ এর অবৈধ অনুপ্রবেশঃ ৩জন বাংলাদেশী নাগরিককে গুলি করে হত্যা ও ১জন গুলিবিদ্ধ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.১৫টার দিকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ময়না কুড়ি গ্রামের দক্ষিন এলাকার মেইন পিলার ৪৩৪-এর সাব পিলার ৫ এবং ৪৩৫ নম্বর মেইন পিলার-এর মধ্যবর্তী এলাকার উত্তর দিকে ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের নয়াবাড়ী বিওপি'র এক বিএসএফ সদস্য অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করেন। বিএসএফ সদস্য একই পরিবারের ৩ সদস্যসহ ৪ জনকে গুলি করেন। এতে শহীদুল ইসলাম (৩৫) গুলিতে আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। শহীদুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ মাজেদা বেগম (২৫), পুত্র মোঃ মামুনুর রশিদ মামুন (৮মাস) এবং মোঃ গোলাম মোস্তফা (৪৫) গুলিতে নিহত হন।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নিহত ও আহতের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য
- ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের সঙ্গে।

নিহত মোছাঃ মাজেদা বেগম (২৫), পুত্র মোঃ মামুনুর রশিদ মামুন (৮মাস) এবং মোঃ গোলাম মোস্তফা (৪৫) ও গুলিতে আহত শহীদুল ইসলাম (৩৫)

<u>মোঃ আবু সাঈদ (২৩), নিহত গোলাম মোস্তফার পুত্র</u>

মোঃ আবু সাঈদ অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.১৫টার দিকে রাতের খাওয়া শেষে তিনি ও তাঁর পিতা গোলাম মোস্তফা ঘরে বসে ছিলেন। এমন সময় তারা ৩ রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। ৫মিনিটের মধ্যে

আরও ২রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। তখন তাঁর পিতা ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ান। এ সময় অপরিচিত একটি লোক প্রায় ২০হাত দুর হতে নিজেকে বিডিআর সদস্য বলে প্রতিবেশী আব্দুল সালামকে পরিচয় দেন। হঠাৎ লোকটি কোন কারণ ছাড়াই সেখান থেকে গুলি ছুড়তে থাকেন এবং ১৫/২০টি গুলি করেন। এরই ২টি গুলি তাঁর পিতার শরীরে লাগে। একটি গুলি ঘরের বেড়া ভেদ করে ঘরের ভেতরে হারিকেন-এ লাগলে সেটি নিভে যায়। এ সময় ওই ব্যক্তি ঘরের মধ্যে আরও ৬ রাউন্ড গুলি করে। গুলি ঘরের বেড়া ভেদ করে থালা-বাসন, শো-কেস, দরজা, সিমেন্টর পিলার এবং পার্শ্ববর্তী একটি কাঁঠাল গাছে বিদ্ধ হয়। আহত পিতার চিৎকার শুনে তিনি ঘর থেকে বের হন। তিনি বলেন যে, পোষাক দেখেই চিনতে পারেন ওই লোকটি বিএসএফ এর সদস্য। আরো ৩রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে লোকটি শহিদুলের বাড়ীর দিকে চলে যায়। তিনি ছোট ভাই শাকিল (১৫), বোন নুরি (১৩), চাচাতো ভাই আনোয়ার (১৩) ও আওয়ালের (১৮) সঙ্গে প্রতিবেশির ভ্যানে গুলিবিদ্ধ পিতাকে নিয়ে তেঁতুলিয়া হাসপাতালে যান।

<u>মোছাঃ শাহেরা খাতুন (৪৫), গোলাম মোস্তফার স্ত্রী</u>

মোছাঃ শাহেরা খাতুন অধিকারকে জানান, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.১৫টার দিকে গুলির শব্দ শুনেই তাঁর স্বামী ঘর থেকে বের হন এবং গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর ১৭ নভেম্বর ২০০৮ সকালে তাঁর স্বামী হাসপাতালে মারা যান। দুপুর ২.০০টার দিকে হাসপাতাল থেকে ভ্যানে চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, কালান্দিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিয়ার রহমান এবং ১ জন পুলিশ সদস্য লাশ নিয়ে বাসায় আসেন। সে সময় তখন বিডিআর-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার এবং ডিআইজি পর্যায়ে পতাকা বৈঠক চলছিল। পতাকা বৈঠক শেষে বিকেল ৩.৩০টার দিকে প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ও নিহতদের লাশ পরিদর্শন করেন। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চগড়ে নিয়ে যান এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭.০০টার দিকে লাশ নিয়ে আসা হয়। গুলিতে নিহত আরো দুইজনসহ লাশগুলো রাতেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

<u>আব্দুস সালাম (৩৫), নিহত গোলাম মোস্তফার ছোট ভাই</u>

আব্দুস সালাম অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.১৫টার দিকে বাড়ীর পার্শ্বে ৪৩৪ নম্বর মেইন পিলার বরাবর তিনি ও একই গ্রামের রহিম উদ্দীনের পুত্র সফিকুল ইসলাম (৩০), হেলাল উদ্দীন ওরফে বছির উদ্দীনের পুত্র জহিরুল (২০) দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে পান, ৫০গজ দুরে পশ্চিম দিকের কাঁচা ঢালু রাস্তায় একজন মানুষ উঠছে। অপরিচিত লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে প্রথমে সে নিজেকে বিডিআর সদস্য বলে পরিচয় দেন এবং কাছে আসতে থাকেন। পরে তাদের হাতে থাকা টর্চলাইট জ্বালিয়ে জহিরুল কিছুটা এগিয়ে যায় এবং পোষাক দেখে বিএসএফ সদস্য নিশ্চিত হতে না হতেই পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে ওই বিএসএফ সদস্য তাদের উদ্দেশ্য করে হিন্দি ভাষায় গালি দিতে থাকেন এবং জহিরুলকে গুলি করতে উদ্যত হয়। এ সময় জহিরুল পাশের পুকুরে লাফ দেয়। অন্যরাও ছুটাছুটি করে শুয়ে পরে। পূর্ব পাশে মোস্তফার বাড়ী। মোস্তফা ঘরের বাইরে ছিল। জহিরুলকে লক্ষ্য করে বিএসএফের ছোড়া ২টি গুলি মোস্তফার শরীরে গিয়ে লাগে এবং মোস্তফা মাটিতে লুটিয়ে পরেন। তিনি সেখান থেকে বাইসাইকেলে মাঝিপাড়া বিডিআর ক্যাম্পে যান। তিনি দেখেন ৮/১০জন পোষাক পড়া বিডিআর সদস্য বসে আছেন। তিনি বিডিআর সদস্যদের জানান, বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশে ঢুকে গুলি করছে এবং তিনি তাঁদেরকে ময়নাকুড়ি গ্রামে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিডিআর সদস্যরা তাঁকে বলেন, সেখানে টহল দল আছে। পরে তিনি মোস্তফার চিকিৎসার খবর নিতে হাসপাতালে চলে যান। ১৭ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১.০০টার দিকে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে আসেন। এসে দেখতে পান, শহীদুল, শহীদুলের স্ত্রী মাজেদা বেগম এবং তাদের আট মাসের শিশুপুত্র মামুনকে গুলি করে বিএসএফ সদস্য চলে যাওয়ার সময় হানিফের বাসায় গিয়ে ধরা পরেছেন। তিনি জানতে পারেন, লোকটির নাম আর পি সিং। তেঁতুলিয়া বিডিআর কোম্পানী কমান্ডার নিপেন চন্দ্র দাস হানিফের বাড়ী থেকে আরপিসিংকে উদ্ধার করেন।

<u>মোছাঃ সকিনা বেগম (৫০), শহীদুলের মা</u>

মোছাঃ সকিনা বেগম অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.৩০টার দিকে হঠাৎ তাঁর ছেলে শহিদুলের ঘরের দিকে গুলির শব্দ শুনে তিনি ঘর থেকে বের হন। পাশের ঘরে শহিদুল ও শহিদুলের স্ত্রী মাজেদা বেগম, কন্যা সাথী

আক্তার (৭), এবং পুত্র মামুন ছিল। গুলির শব্দ শুনে শহিদুল ঘরের দরজা খুলে দেখেন, দরজায় বিএসএফ সদস্য অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো রয়েছে। শহিদুল দরজা দ্রুত বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিএসএফ সদস্য লাথি মেরে ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন এবং এলোপাথারি গুলি ছোড়েন। মাজেদা মামুনকে নিয়ে চৌকির নিচে পালাতে চেষ্টা করলে তাদের শরীরে গুলি লাগে। কন্যা সাথী আক্তারের বাম হাতের তর্জনী আঙ্গুল গুলিবিদ্ধ হয়। বিএসএফ সদস্য এই সময় প্রায় ২৫/৩০ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। বিএসএফ সদস্য অন্য বাড়ীর দিকে চলে গেলে গুলিবিদ্ধ শহিদুল ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে এবং "মাগো মরে গেলাম, মরে গেলাম" বলে চিৎকার করতে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে মাজেদা ও মামুন মারা যায়। রাত ১০.০০টার দিকে তাঁর ছেলে সৈয়দ, মিন্টু ও ভাতিজা সেকেন্দার আলী মিলে গুলিবিদ্ধ শহিদুলকে তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠান।

<u>সুবেদার নিপেন চন্দ্র দাস, কোম্পানী কমান্ডার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়</u>

সুবেদার নিপেন চন্দ্র দাস জানান, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১০.০০টার দিকে ওয়ার্লেসের মাধ্যমে খবর পেয়েই প্রথমে কমান্ডিং অফিসারকে জানান। পরে মটর সাইকেল নিয়ে ২জন বিডিআরসহ ঘটনাস্থলে যান। মাঝিপাড়া ক্যাম্প হয়ে ময়নাকুড়ি গ্রামে হানিফের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, ৪/৫ জন গ্রামবাসী এক বিএসএফ সদস্যকে আটকে রেখেছেন। তিনি হানিফের বাড়ী থেকে বিএসএফ সদস্য আর পি সিংকে উদ্ধার করেন।

<u>হাবিলদার মোঃ তোরাব আলী, ক্যাম্প কমান্ডার, মাঝিপাড়া বিডিআর ক্যাম্প, পঞ্চগড়</u>

হাবিলদার মোঃ তোরাব আলী বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ৯.১৫টার দিকে মাঝিপাড়া ক্যাম্পের আওতাধীন ৪৩০ নম্বর মেইন পিলার এলাকা থেকে ৪৩৬ মেইন পিলার-এর ৩০ সাব পিলার পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলামিটার এলাকায় ৪টি বিডিআর দল পাহারা দেয়। তিনি অধিকারকে বলেন, বিএসএফের ওই সদস্য মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে এ অপকর্ম করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসে ছিল বলেই তিনি ধারনা করেন। তিনি বলেন, একজন বিএসএফ সদস্য জনতার হাতে আটক আছে শুনে প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছান। তিনি গিয়ে শুনতে পান, বিএসএফ সদস্যকে বিডিআর সুবেদার নিপেন চন্দ্র নিয়ে গেছেন।

<u>হাবিলদার শহীদ, বিডিআর টহল দলের সদস্য, মাঝিপাড়া ক্যাম্প</u>

হাবিলদার শহীদ বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ টহল দল নিয়ে ৪৩৬ নম্বর মেইন পিলার এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। রাত ৯.১৫টার দিকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দুরে প্রথমে গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ শুনে তিনি ক্যাম্পে ফোন করেন। ক্যাম্প থেকে জানতে পারেন, ময়নাকুড়ি সীমান্তে বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশে ঢুকে গুলি করছে। তিনি টহল দল নিয়ে আধা ঘন্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে যান।

<u>মোঃ তাহারুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া থানা, পঞ্চগড়</u>

মোঃ তাহারুল ইসলাম জানান, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১০.২০টার দিকে অপরিচিত লোকের ফোনে জানতে পারেন, ময়নাকুঁড়ি সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করছে। তিনি তখন ইনফরমেশনটি এন্ট্রি (সাধারণ ডায়রী) করেন এবং বিডিআরের কমান্ডিং অফিসারকে ফোন করে জানান। ১৭ নভেম্বর ২০০৮ সকাল ৯.০০টার দিকে শালবাহান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন মোস্তাফিজুর রহমান লাশ দাফনের বিষয়ে থানায় আসেন। ঘটনাস্থল থেকে লাশ ৩টি নিয়ে তিনি হাসপাতালে যান এবং ময়নাতদন্ত করান। পরে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। সাধারণ ডায়রীর বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এসআই লতিফ এবং এসআই ফজলুলকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি বিডিআর এবং বিএসএফ সদস্যদের মধ্যেকার ব্যাপার, এখানে পুলিশের কিছুই করার নেই।

<u>এসআই আব্দুল লতিফ, জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া থানা, পঞ্চগড়</u>

এসআই আব্দুল লতিফ অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাতে ঘটনা শোনার পর এসআই ফজলুল হককে নিয়ে পর্যবেক্ষণ যান। কোন মামলা না হলেও ঘটনাটি নিয়ে মোট ৩টি সাধারণ ডায়েরী (জিডি) হয়। রাত ১০.১০টার দিকে শালবাহান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফোন করলে প্রথম ইনফরমেশন জিডি এন্ট্রি করেন। জিডি

নম্বর ৪৮৯; রাতেই ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে মরদেহ পরিদর্শন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহারুল ইসলাম ২.১০টার দিকে একটি প্রতিবেদন দেন। তখন একটি জিডি করেন। যার নম্বর ৪৯২। ১৭ নভেম্বর ২০০৮ সকাল ৯.২০টার দিকে চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান নিজে থানায় হাজির হয়ে বাংলাদেশী নাগরিকের বিএসএফ কর্তৃক গুলি করে হত্যার কথা লিখিতভাবে অবগত করেন। তখন একটি জিডি করা হয়, নম্বর ৫০২; তারিখঃ ১৭/১১/২০০৮। তিনি লাশ গুলোর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ পঞ্চগড় হাসপাতালের মর্গে প্রেরন করেন। সুরতহাল প্রতিবেদন সর্ম্পকে তিনি অধিকারকে বলেন, নিহত গোলাম মোস্তফার ডান পাঁজরে ১টি গুলি লেগেছিল। নিহত মাজেদা বেগমের ডান বাহুতে ১টি এবং বুক ও পেটে ১টি করে মোট ৩টি গুলি লেগেছিল। এছাড়া নিহত মামুনের বাম পাঁজরে ১টি গুলি লেগেছিল। কোন গুলিই বের হয়নি। তিনি বলেন, দুইদিন পর তেঁতুলিয়া বিডিআরের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার নিপেন চন্দ্র দাস ১৮ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১০.৩৫টার দিকে সাধারণ ডায়েরী করেন। কোম্পানী কমান্ডার সাধারণ ডায়রীতে উল্লেখ করেন, ১৬ নভেম্বর রাত ১০.০৫টার দিকে কোম্পানী সদরে অবস্থানরত অবস্থায় মাঝিপাড়া ফাঁড়ি থেকে সংবাদ পান। তিনি জানতে পারেন, ময়নাকুড়ি গ্রামে পিলার নম্বর ৪৩৫ এর নিকট শহীদুলের বাড়ীতে বিএসএফ সদস্য প্রবেশ করেছে। বিএসএফ সদস্য তাঁর হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে শহিদুলকে আহত ও শহিদুলের স্ত্রী মাজেদা এবং পুত্র মামুনুর রশিদকে গুলি করে হত্যা করেছেন। এ সময় গোলাম মোস্তফা নামে আরও একজনকে গুলি করেছেন বিএসএফ সদস্য। সংবাদ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। গোলাম মোস্তফাও তেঁতুলিয়া হাসপাতালে মারা যান। এ সময় গুলিবিদ্ধ শহীদুলকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১জন বিএসএফ সদস্যকে আটক করে গ্রামবসী মারপিট করতে থাকেন। ফলে তাকেও চিকিৎসার জন্য রংপুর প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি অবগত করার জন্য ডায়েরীভুক্ত করার আবেদন করেন। তিনি অধিকারকে বলেন, বিএসএফ সদস্য অবৈধ অনুপ্রবেশ করে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। আইন অনুযায়ী বিডিআর বাদী হয়ে মামলা করতে পারবেন। ১৭ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১১.২৫টার দিকে আটককৃত বিএসএফ সদস্যকে মেইন পিলার নম্বর ৪২১ সাব পিলার ১১ এর মিরগড় সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ কমান্ডারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

মেজর শেখ ফরিদ, ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক, পঞ্চগড় ২৫ রাইফেল্স ব্যাটালিয়ন, পঞ্চগড়

মেজর শেখ ফরিদ অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত ১০.০৫টার দিকে টেলিফোন বার্তায় তিনি সংবাদ পান, বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে ঢুকে গোলাগুলি শুরু করেছেন। তিনি দ্রুত ময়নাকুড়ি গ্রামের ঘটনাস্থলে পৌছান। তিনি দেখতে পান, ভারতের নয়াবাড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্য আর পি সিং (২১) জনগণের হাতে আটক রয়েছেন। বিএসএফ এর ক্যাম্প কমান্ডার এস কে সিং ঘটনাটি জেনে তাৎক্ষনিকভাবে কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক আহবান করেছিল। পরে সেক্টর এবং ডিআইজি পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১০ কিষানগঞ্জ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি দত্ত আর চন্দ্র মোহন ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশসহ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, আর পি সিং যে অস্ত্রটি এনেছিল সেটি ইন্ডিয়ান ইন্টার আর্মর্স। সে মোট ২৫ রাউন্ড গুলি করেছিল। ৩টি মেগজিন ছিল। প্রতি মেগজিনে ১০টি করে গুলি ছিল। এর মধ্যে ২টি মেগাজিন শেষ হয়েছিল এবং ১টি মেগাজিনের ৫টি গুলিসহ তাকে আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাইফেলসহ ডিআইজি স্বাক্ষরিত কাগজে আলামত বিএসএফের কাছে হস্তন্তর করা হয়েছে।

হারুন অর রশিদ হাযারী, পুলিশ সুপার, পঞ্চগড়

হারুন অর রশিদ হাযারী অধিকারকে বলেন, বিএসএফ এর অনুপ্রবেশ ছিল অবৈধ। তিনি বলেন, পুলিশের পক্ষে এ ঘটনায় কিছু করার ছিল না। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয় নিয়ে কোন মামলা হয়নি। বিএসএফ এর একজন সদস্য ৩জন লোককে হত্যা করার পরও কেন বিচারের সম্মূখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হল তা জানতে চাইলে তিনি অধিকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দূব্যবহার করেন। তিনি আরো জানান, সীমান্তের জিরো লাইনের ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হলে প্রচলিত আইনে পুলিশ বা বিডিআর সদস্যদের কিছুই করার থাকে না।

মোঃ মুনির হোসেন, জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

মোঃ মুনির হোসেন অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ বিএসএফ-এর সদস্য বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং গুলি করে হত্যা করার বিষয়টি জানেন। তিনি বলেন, নিহতদের পরিবারদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগীতা হিসাবে জেলা খয়রাতি তহবিল থেকে চারটি পরিবারকে চারশ করে মোট ১৬শত কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে। এ সাহায্য পেয়েছেন নিহত গোলাম মোস্তফার পরিবার, আহত শহীদুলের পরিবার, বিএসএফকে আটককারী হানিফের এবং জহিরুলের পরিবার।

ডাঃ পিতাম্বর রায়, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চগড়

ডাঃ পিতাম্বর রায় অধিকারকে বলেন, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ রাত প্রায় ১০.৩০টার দিকে গোলাম মোস্তফাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় লোকজন হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মোস্তফার পাঁজরের হাড় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ১০মিনিট পরেই মোস্তফা মারা যায়। রাত ১০.৪৫টার দিকে শহীদুলকেও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বাম হাতের কবজি থেকে বাহু পর্যন্ত গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিকভাকে তাকে ফাস্টএইড এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন এবং ব্যাথার ইনজেকশন দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চিকিৎসার জন্য পঞ্চগড় হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডা. বাহারাম আলী, লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার, পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড়

ডা. বাহারাম আলী অধিকারকে বলেন, ৩জনরই গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে। নিহত গোলাম মোস্তফার ডান পাঁজরে ১টি গুলি লেগেছিল। নিহত মাজেদা বেগমের ডান বাহুতে ১টি এবং বুক ও পেটে ১টি করে মোট ৩টি গুলি লেগেছিল। এছাড়া নিহত মামুনের বাম পাঁজরে ১টি গুলি লেগেছিল। কোন গুলিই বের হয়নি। ধারনা করা যায় বেশি দুর থেকে নয় মোটামুটি কাছ থেকেই গুলি করা হয়েছিল।

মতিকুল ইসলাম, শিক্ষক, কালান্দিগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসা

মতিকুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১৭ নভেম্বর ২০০৮ ভোর ৬.০০টার দিকে তেঁতুলিয়া থানার একজন পুলিশ অফিসার ফোন করে লাশ নিতে বলেন। তিনি চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যান এবং ২টি আবেদন করেন। একটি আবেদন নিয়ে সকাল ৯.০০টার দিকে তিনি জেলা প্রশাসক বরাবর যোগাযোগ করেন। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে লাশ ৩টি ময়নাতদন্ত না করে দাফন করা যাবে না বলে জানানো হয়। তিনি দুপুর ২.৩০টার দিকে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে হাসপাতালে যান। ডাঃ বাহারাম আলী লাশের ময়নাতদন্ত করেন। বিকাল ৫.০০টার দিকে লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। রাতের মধ্যেই লাশ দাফন করেন।

মোঃ হোসেন আলী (৬৫), গোলাম মোস্তফার লাশের গোসলকারী

মোঃ হোসেন আলী অধিকারকে জানান, ডাবলু (২৫) এবং আব্দুল লতিফ (৫০) কে সঙ্গে নিয়ে তিনি মোস্তফার লাশের গোসল করান। ডান পাজরের ১টি, ডান হাতের বাহুতে ১টি এবং বুকে ১টি; মোট ৩টি গুলি লেগেছিল বলে জানান।

-সমাপ্ত-